R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG-112 Regd. No.- WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে পৌষ বুধবার, ১৪০০ সাল
৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

পুরসভার গাফিলতিতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার সুনাম ছিল যে জেলার অন্যান্য পুরসভা এমন কি সদর বহরমপুরের পুরসভার থেকে এখানে পথে ঘাটে নোংরা জঞ্জাল অনেক কম। সেদিক দিয়ে ফ্রন্ট শাসিত পুরসভা প্রশংসার্হ ছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে সে তৎপরতা একেবারেই হারিয়ে গেছে। ফল হয়েছে শহরের উভয় পারের ছোট বড় নর্দমাগুলি পরিষ্কার না হওয়ার ফলে মশা বেড়ে ম্যালেরিয়া ছড়াচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা যায় সদর রাস্তার কয়েকটি নর্দমা কোনদিনই পরিষ্কার হয় না। শুধুমাত্র সব সময় চোখে পড়ে এমন নর্দমাগুলিই মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়। এ সব দেখার জন্য কর্মী নিয়োজিত থাকলেও তাঁদের টিকিও দেখা যায় না বলে পুরবাসীদের অভিযোগ। সব চেয়ে বেশি যে অভিযোগটি বর্তমানে শহরে সোচ্চার সেটি হলো পুরসভার স্বাস্থ্য পরিদর্শকের ঔদাসিন্য ও কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ। শহরের জল সরবরাহের একমাত্র ব্যবস্থা নলকূপগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ কেউ করেন না! অনেক নলকূপের ফাটা পাইপ দিয়ে ধুলোবালি, মাটি ময়লা জল প্রবেশ করে পানীয় জলকে দূষিত করছে। সেগুলি জনগণ অভিযোগ না জানালে সংস্কার হয় না। অনেক সময় অভিযোগ জানিয়ে সঠিক সময়ে কাজ হয় না। স্বাস্থ্য পরিদর্শকের গাফিলতির ফলে শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন। আন্ত্রিক ছড়িয়ে পড়ছে বলে খবর। পেটের রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় শহরে ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপকতা। কিন্তু কারণ যাই হোক সবের মূলেই রয়েছে পুর স্বাস্থ্যদপ্তরের নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যবসায়ী তোষণ মনোভাব। সম্প্রতি বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তার ফলে এবং মিলগুলির বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ায় পরিমাণমত অর্থাৎ শহরের মানুষের প্রয়োজনমত গম ভাঙ্গা আটা বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। এবং তার স্থান দখল করেছে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রন্টব্য)

চোরা কারবারীদের কার্যকলাপ বন্ধ না হলে এস পি-র অফিসে ধর্ণা দেব—ছাত্র পরিষদ

ধুলিয়ান ঃ গত ২২ ডিসেম্বর ছাত্র পরিষদের ডাকে এই শহরে মহামিছিল ও আইন অমান্যে থানার সম্মুখে এক জমায়েতে রাজ্য ছাত্র পরিষদের সভাপতি তাপস রায় বলেন—ধুলিয়ানে চোরা চালান বন্ধ করতে পুলিশ যদি অপারগ হন, তবে তার প্রতিবাদে তাঁরা এস পি-র অফিসে ধর্ণা দেবেন। এই মিছিলে অংশ নেন নেতাদের মধ্যে মহঃ জহর, মনোজ চক্রবর্তী, বহরমপুরের বিধায়ক মায়ারাণী পাল ও বহরমপুরের পুরপতি প্রদীপ মজুমদার। সামসের-গঞ্জ ব্লক ছাত্র পরিষদ সভাপতি সঞ্জয় জৈন বলেন আমরা ২ ডিসেম্বর একটি মিছিল করি তাতেও এই দাবী রেখেছিলাম। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। বাংলাদেশীদের যাতায়াত তবুও ক্রমবর্দ্ধমান। পুলিশ বি এস এফের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সব কিছু চেপে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের সেই অজুহাত ঠিক নয়। কেন না বাংলাদেশীরা এই শহরে এসে বাজার হাট করছে, সিনেমা দেখছে, চোরাই মাল বেচাকেনা করছে, তখন পুলিশ কেন তাদের ধরছেন না। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি হাজি হাসান আলিসহ প্রায় ৩ হাজার কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করেন। পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

নতুন আইনে মুন্সীরা বিপাকে বিড়ি শিল্পে অচলাবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ, বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ১ জানুয়ারী '৯৪ থেকে বিড়ি শিল্পের ঠিকাদার, কন্ট্রাক্টার, এজেন্টদের উপর এক নতুন সরকারী আদেশ আরোপিত হওয়ায় বিড়ি শিল্প এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং বিড়ি শিল্পে সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর। এই আইনের ধারা অনুযায়ী মুন্সী, ঠিকাদার, কন্ট্রাক্টার বা এজেন্টদের সরকারী রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে তবেই কারবার চালাতে হবে। এবং যে কোন কার-খানা থেকে কাঁচা মাল পাতা তামাক ইত্যাদি তোলা ও তৈরী কাঁচা বিড়ি সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রানজিট মেমো দিতে হবে। এ ব্যাপারে খাতাপত্র ও মেমো ঠিকমত তৈরী করার ক্ষেত্রে অশিক্ষিত বিড়ি মুন্সীরা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

হরনাথ চন্দ্র স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্ক ময়দানে অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের পরিচালনায় গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে হরনাথ চন্দ্র স্মৃতি রানিং গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতি-যোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলার দল অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ফুটবল প্রশিক্ষক দুর্গা গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এস পি ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের সভাধি-পতি নৃপেন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্টের সম্পাদক মধু বাগ। এছাড়া অনুষ্ঠানে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে পৌষ বুধবার, ১৪০০ সাল

ভাগীরথী-সেতু

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন হইতে জানা যাইতেছে যে, এখানে গাড়ীঘাটের নিকট ভাগীরথী নদীর উপরে একটি সেতু নির্মিত হইবে। জঙ্গিপুরের পুরপতি এই বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। সাক্ষাৎকারে পুরপতি বলিয়াছেন যে, এই সেতু নির্মাণের সর্ব প্রকারের ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে। গাড়ীঘাট সংলগ্ন পি-ডব্লু-ডি-এর রেষ্ট শেড যেখানে আছে, সেই স্থান হইতে সেতু নির্মিত হইবে।

বহরমপুরে ভাগীরথী নদীর উপরে যে সেতু বর্তমানে আছে, তাহা তৈয়ারী হইবার বহু পূর্ব হইতে এখানকার সেতু নির্মাণের দাবী উঠিয়াছিল, কিন্তু এতদিন তাহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সুখের কথা এই যে, বর্তমানে এই সেতুর প্রয়োজন হইয়াছে। বস্তুতঃ এখানে সেতুর গুরুত্ব যথেষ্ট রহিয়াছে। অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষা—সব দিক দিয়া এখানকার সেতুর অনস্বীকার্য কার্যকারিতা রহিয়াছে। ইহার গুরুত্ব এতদিনে উপলব্ধি করা গেল, আগে কেন হয় নাই, ইহাই এক আশ্চর্য। যাহা হউক তবু একটি শুভ লক্ষণ ও শুভ পদক্ষেপ বলিতে হইবে।

পুরসভার পক্ষ হইতে রাজ্য সরকারের নিকট এই সেতু নির্মাণের দাবী জানান হয় বলিয়া প্রতিবেদনে প্রকাশ। পুরসভার পক্ষ হইতে ইহা একটি মহৎ পদক্ষেপ সন্দেহ নাই। জানা গেল যে, প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কাজ শেষ হইয়াছে এবং বর্তমান বৎসরের প্রথম দিক হইতে নাকি ইহার কাজ শুরু হইবে। বাইশ কোটি টাকা খরচ হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। সেতু নির্মাণের জন্য পরিবহন কর্পোরেশন নামে এক সংস্থা যাহা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ কর্তৃত্বাধীন, অর্থ বিনিয়োগ ও তদারকি করিবেন।

প্রতিবেদনে ইহাও প্রকাশ যে, টোল আদায় পদ্ধতিতে এই সেতু চালু করা হইবে। জাতীয় সড়কের উপর নির্মিত সেতুর জন্য টোল আদায় করা হয় না, অন্য রাস্তার উপর নির্মিত সেতুর ক্ষেত্রে তাহা করা হয়। অন্যান্য যানবাহনের ব্যাপারে টোল আদায় করা যাইতে পারে; কিন্তু কোন জরুরী অবস্থার রোগীকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য টোল ছাড় দেওয়া যায় কিনা, পুরসভাকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তবে জনকল্যাণের জন্য এই ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়।

সর্বোপরি সেতু নির্মাণের কাজ যত ত্বরান্বিত হয়, ততই মঙ্গল। পুরসভার পক্ষ হইতে তদ্‌বিরের প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। ভাগীরথীর উপর এই সেতু নির্মিত হইলে পুরসভা স্থানীয় ও স্থানীয় নহেন, এমন মানুষদের নিকট ধন্যবাদ লাভ করিবেন। এখানে লজ বা সুপার মার্কেট, যাহা নির্মাণে পুরসভা উদ্যোগ লইয়াছেন, তাহার অপেক্ষাও কিন্তু সেতু নির্মাণের জন্য উদ্যোগ বেশী বাঞ্ছনীয়।

ডাঙ্কেল প্রস্তাব ঃ কিছু কথা

অনুপ ঘোষাল

সংসদে এবং বাইরেও কিছুদিন ধরে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষ ব্যাপারটায় কতটা ক্ষুব্ধ তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সেই বিতর্কিত চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করা হল গত ১৫ ডিসেম্বর। জনগণের দাবিকে সম্পূর্ণ নসাৎ করে ভারত সরকার এক রকম জিদের বশেই এই কালা কানুনে সায় দিলেন। হয়ত জিদের বশে নয়, বাধ্য হয়েই ভারতকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়েছে! বাধ্যবাধকতাটি আর কিছুই নয়—কতগুলো ধনী রাষ্ট্রের (আর কতগুলোই বা বলি কেন, সোজা ও সহজ করে বললে আমেরিকার) চাপের কাছে নতি স্বীকার করেই এরকম একটা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে ক্ষতিকর চুক্তিতে সামিল হতে হল ভারতকেও। ধুয়ো তোলা হল মুক্ত অর্থ-নীতির। সরকারের তরফে যতই ঢাকঢোল পেটানো হোক, এই চুক্তির ফলে সাধারণ মানুষের গলায় মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির ফাঁস আরও এঁটে বসবে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণববাবুকে আমরা একজন বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ বলেই জানতাম। তিনিও যখন চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংসদে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের পক্ষে সাফাই গাইলেন তখন মনে হল—উনি নিজস্ব সত্তা হারিয়ে শেখানো বুলি গাইছেন। তিনি বললেন, "ডাঙ্কেলে লাভ ভারতেরই" (আনন্দবাজার ১৭/১২/৯৩)। সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিন, তিনি নিজেও কি বিশ্বাস করেন সে-কথা? শ্রীমুখোপাধ্যায় বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে নিশ্চয় ওয়াকিবহাল আছেন—ভারতবর্ষ বিগত দুটি দশকে ভেষজ ও কৃষি কারিগরীতে কত দূর এগিয়ে গেছে! আগে অ্যামপিসিলিন, টেরামাইসিন্-এর মত সাধারণ অ্যান্টি-বায়োটিকও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। এখন এ-দেশের বহু কম্পানিই আন্তর্জাতিক মানের এই জীবনদায়ী ওষুধগুলি তৈরি করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কম দামে বিক্রি করছে। ওষুধগুলির আবিষ্কর্তার পেটেন্ট কিন্তু রাখা ছিলই। কিন্তু ১৯৭০ সালের নতুন পেটেন্ট আইন অনুসারে সেই বাধ্যবাধকতা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এতে উপকৃত হয়েছিল মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিই। কারণ পেটেন্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রধানতঃ উন্নত দেশ-গুলিতে গিয়েই জমা হয় এবং ঘটনার ভিতরের ঘটনা হল এই অর্থের সিংহ ভাগ পাওনা হয় আমেরিকারই।

এই নতুন চুক্তি অনুসারে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশীয় ওষুধ কম্পানিগুলিকে বিপুল অর্থ পেটেন্ট বাবদ খরচ করতে হবে, স্বাভাবিক কারণেই প্রায় সব ওষুধের দামই হয়ত বেড়ে যাবে কয়েক গুণ। কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে ভয়াল চুক্তিটির কালো ছায়া। কূট প্রস্তাবটির ফলশ্রুতিতে উন্নতফলনশীল বীজ, কিছু সার এবং কীটনাশকের দাম হঠাৎ লাফ দিয়ে বেড়ে যাবে। এবং এই বাড়তি দায় সরকার অতিরিক্ত ভর্তুকি ঘোষণা না করলে সরাসরি সাধারণ মানুষের ঘাড়েই চাপবে। পরিবর্তে গ্যাট-এর নেতারা আমাদের দেশের কর্তাদের একটু পিঠ চাপড়ে দেবেন।

দেশের অর্থ-নৈতিক সার্বভৌমত্ব মুক্ত অর্থ-নীতিতিতির দোহাই দিয়ে অনেক দিন ধরেই সুকৌশলে আই এম এফ তথা আমেরিকার কাছে বিকিয়ে দেয়া হচ্ছিল। বদলে দাদা-দেশের সেই পিঠ চাপড়ানি এবং পাক-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত সুরে আমাদের সরকার কৃতার্থ বোধ করছেন। কিন্তু এ-সবই যে আগামী দিনের ভয়ঙ্কর এক সর্বনাশের ইঙ্গিত তা কি আমাদের কর্তারা একেবারেই উপলব্ধি করেন নি? না কি তাঁরা জেগে ঘুমোচ্ছেন! নেতারা উপলব্ধি নাই করুন কিংবা উপলব্ধি করেও তাঁরা মোহের বশে চলুন কিন্তু সাধারণ মানুষের তরফে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের মত আত্মমর্যাদাহানিকর এবং দেশের স্বার্থপরিপন্থী চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতি-রোধের স্তরে উন্নীত হোক। সরকারকে এই সর্বনাশা চুক্তি থেকে পিছু হটতে বাধ্য করুক।

বড়দিন উপলক্ষে চক্ষু অপারেশন শিবির

মির্জাপুর ঃ স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ভারতীয় রেডক্রশ সমিতি, জঙ্গিপুর শাখার সহায়তায় বড়দিন উপলক্ষে গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী এক চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয় ক্লাব প্রাঙ্গণে। চক্ষু অপারেশন করেন বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়। সমস্ত রোগীকে কালো চশমা ও প্রায় দু'মাসের ব্যবহারের ওষুধপত্র বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

ভারতীয় জনতা পার্টির পথসভা

ফরাক্কা ঃ গত ২৮ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন মার্কেটে স্থানীয় ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক পরশ দত্ত। এ ছাড়াও স্থানীয় নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাফিরুদ্দিন বিশ্বাস, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ প্রমুখ। পরশ দত্ত তাঁর বক্তব্যে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, জেপিসির রিপোর্ট সম্বন্ধে ও চারটি রাজ্য নির্বাচনে বিজেপির ভূমিকা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন।

সেই মুণ্ড এতদিনে উদ্ধার হলো

মির্জাপুর ঃ গনকর রেল ষ্টেশনের ছোট সাঁকোর জলায় স্থানীয় জগন্নাথপুরের দুর্ধর্ষ শিশির দাসের মুণ্ডহীন দেহ গত ২৬ অক্টোবর পাওয়া যায়। এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ এলাকার ক্রিমিন্যাল সোনা দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশী তদন্তে দীর্ঘদিন পর গত ২৬ ডিসেম্বর ঐ এলাকার জলাশয় থেকে একটি বস্তার মধ্যে শিশিরের জামা কাপড় জড়ানো চুল সমেত মুণ্ডটি উদ্ধার হয়। অন্যদিকে খবর ধৃত সোনার আগাম জামিনের কাগজপত্র কোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে।

বিষ খেয়ে আত্মহত্যা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২ ডিসেম্বর স্থানীয় সদরঘাটের এককড়ি সাহা নামে এক যুবক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তিনি মারা যান। এককড়ির একটি চায়ের দোকান ছিল। পারিবারিক অশান্তিই মৃত্যুর কারণ বলে সন্দেহ।

বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর আরোগ্য নার্সিং হোমের ডাঃ এ কে সরকার আগামী ১৬ থেকে ২৬ জানুয়ারী সর্বভারতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ দিতে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যাচ্ছেন। ঐ সময় নার্সিং হোমে তাঁর চেম্বার বন্ধ থাকছে। অবশ্য নার্সিং হোম যথারীতি খোলা থাকবে।

দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতির নিজস্ব গৃহ

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের বালিয়া গ্রামে দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতির সদস্যরা জমি কিনে নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মাণ করেছেন। রামনগর গ্রামের রাধেশ্যাম মণ্ডল আমাদের প্রতিনিধিকে তাঁদের কর্মধারা দেখান। তিনি বলেন লভ্যাংশ থেকে ৪ শতক জমি কিনে পাকা বাড়ী তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। এরই মধ্যে তাঁরা টেষ্টার হিসাবে তিনজনের চাকরী দিয়েছেন। দু'বছরের মধ্যে আরও কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে। শংকর জাতের বকনা গরু দেওয়া হয়েছে ৬০টি। তিনি আরও জানান দেশী জাতের মধ্যে প্রজনন দরকার হলে তাঁরা শংকর জাতের গরু তৈরীর জন্য বীজ দেবার ব্যবস্থা করবেন। জেলায় ২২৫টি দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতি আছে। তার মধ্যে বালিয়া দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতি লিঃ অন্যতম।

সাক্ষরতা প্রসার আলোচনা চক্র

সাগরদীঘি ঃ গত ১ জানুয়ারী মনিগ্রাম সাক্ষরতা প্রসার সমিতি গ্রামের জুঃ হাই স্কুলে এক আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান করেন। সভায় মহকুমা শাসক শান্তিপ্রসাদ ঘোষ বলেন—স্থির হয়েছে সমস্ত নিরক্ষরকে খুব শীঘ্র সাক্ষর করে তুলতে হবে। বক্তা হিসাবে কমলারঞ্জন প্রামাণিক বলেন—নিরক্ষরদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি না করতে পারলে এ কাজে সফলতা সম্ভব নয়। তাই স্বেচ্ছাসেবীদের সর্বাগ্রে সেখানকার মানুষের মনে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, আবহাওয়া, জল, বায়ু, শব্দদূষণ রোধে আকর্ষণ করতে হবে। বোঝাতে হবে এ সব করতে হলে সাক্ষর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিডিও সুশীল দাস বলেন—প্রশাসন, পঞ্চায়েত ও গ্রামবাসীদের সকলেরই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য বক্তারাও একই কথা বলেন। সভা শেষ হয় প্রধান নৃসিংহ মণ্ডলের ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণের মধ্য দিয়ে।

বিশ শতকের বিশ কথা

আবদুর রাকিব

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না। তার ওপর কংগ্রেস ও লীগেরও আলাদা আলাদা প্রস্তাব ছিল। অবশ্য একটা ব্যাপার প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিল যে, আলোচনায় পাকিস্তান প্রসঙ্গ বাতিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সর্বাধিক স্বার্থ কিভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তার সূত্রসন্ধানই ছিল চুলচেরা আলোচনার উদ্দেশ্য। যাই হোক, বহু বাদানুবাদের পর জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিশন প্রস্তাবের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী উভয় অংশই গ্রহণ করল (১৬ মে, ১৯৪৬)। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হল গণপরিষদ আর স্বল্পমেয়াদী হল অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে রাজী নয়। কেন না, সে সরকারে লীগ বহির্ভূত কোন মুসলিম (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত পুস্তক

বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ ঃ

বাঙালীর সংস্কৃতি	--সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫
ভারতের কৃষি প্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ	—গৌতমকুমার সরকার	১৫
বাংলা পদ্যের ইতিবৃত্ত	—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮
সহজপাঠ অর্থনীতি	—ধীরেশ ভট্টাচার্য	১২
প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান	—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫
বাংলার ইতিহাস সাধনা	—প্রবোধচন্দ্র সেন	১৫
বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে	—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫
পরমাণুর অভ্যন্তরে	— কুঞ্জবিহারী পাল	১৫
মুদ্রণচর্চা	—দীপঙ্কর সেন	১৫
বাংলা উপন্যাস দ্বান্দ্বিক দর্পণ	—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
জীবনী গ্রন্থমালা		
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—বিজিতকুমার দত্ত	৮
সুকুমার	—লীলা মজুমদার	১৪
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	—বিজিতকুমার দত্ত	৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	—নেপাল মজুমদার	৫
সুশীলকুমার দে	—ভবতোষ দত্ত	৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	--সরোজ দত্ত	১৫
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	—স্বস্তি মণ্ডল	১০
পরিভাষা সংকলন		
প্রশাসন		১০
সংকলন গ্রন্থ প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা		৩৬
বানান বিতর্ক	—নেপাল মজুমদার সম্পাদিত	২৫
জিয়নকাঠি	—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৪৫
সুকুমার পরিক্রমা	—পবিত্র সরকার সম্পাদিত	৩০
প্রেমচন্দ্র নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ		৪৫
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ		৫০
মুখপত্র আকাদেমি পত্রিকা ১, ৩, ৪	—অন্নদাশংকর রায় সম্পাদিত	১০
ঐ—৫	ঐ	২৫

বিক্রয় কেন্দ্র

আকাদেমি দপ্তর, ১।১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০
আকাদেমি ভাণ্ডার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০০১০
কলকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হল কাউন্টার, ৭ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০৭৩, মনীষা গ্রন্থালয়, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০৭৩, বুক ষ্টোর, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭৩।

বিশ শতকের বিশ কথা (৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিনিধি থাকবে না। অর্থাৎ, কংগ্রেস প্রতিনিধি দলে জাতীয়তাবাদী অন্ততঃ একজন মুসলমানকেও জায়গা দিতে হবে, এই হল কংগ্রেসের বক্তব্য। অপরদিকে বড়লাট ওয়াভেলের বক্তব্য হল, অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিনিধিত্ব হবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে। এবং মুসলিম লীগের ৫ জন ও কংগ্রেসের ৬ জন প্রতিনিধি থাকবে। শেষমেষ কংগ্রেসও নিজেদের ভাষ্যসহ ২৬ জুন মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করল।

মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করল কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই। এই ঘটনাকে মাওলানা আযাদ 'a glorious event in the history of the freedom movement of India' বলে উল্লেখ করেছেন। কেন না, হিংসা-দ্বন্দ্বের পথে নয়, ভারতের স্বাধীনতার মত জটিল ব্যাপারটির মীমাংসা হয়ে গেল শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনায়।

কিন্তু হায়, ঘটনা হঠাৎ চলে গেল নাগালের বাইরে। এর মধ্যে জহরলাল নেহেরু মাওলানা আযাদের স্থলে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। ২৬ জুনের প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল বোম্বাই-এ, ৬ ও ৭ জুলাই। ওখানে ১০ জুলাই, এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহেরু এমন এক বিবৃতি দিলেন, যা (মাওলানা আযাদের মতে) ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তিত করে দিল। এক সাংবাদিক নেহেরুকে প্রশ্ন করেন, কংগ্রেস কি অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন প্রণালীসহ মিশনের পরিকল্পনাকে পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছে? জহরলাল বলেন, কোন রকমের চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে যখন যে রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় কংগ্রেস তার মুকাবিলা করার স্বাধীনতা নিয়ে গণপরিষদে যোগদান করবে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, এর অর্থ কি এই যে, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার পরিবর্তন হতে পারে? জহরলালের স্পষ্ট জবাব: কংগ্রেস কেবল গণপরিষদে যোগ দিতে রাজী হয়েছে। এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের রদ-বদল করার স্বাধীনতা তার আছে।

ব্যস, যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। এমনিতেই মিশন প্রস্তাবে জিন্নাহ্ খুব একটা খুশি ছিলেন না। তবুও তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নেহেরু-বিবৃতি তাঁকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে দিল। তিনি বললেন, ইংরেজরা দেশে থাকাকালীনই এবং ক্ষমতা পাবার পূর্বেই কংগ্রেস যদি তার ভূমিকা বদলাতে পারে, তাহলে ইংরেজরা চলে গেলে কংগ্রেস যে আবার তার মত বদলাবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? লীগ মিশন প্রস্তাবের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিল।

অতএব সব ভেস্তে গেল। অবিভক্ত থেকে ভারতের স্বাধীন হবার শেষ সম্ভাবনা শূন্যে মিলিয়ে গেল। অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল ভারত বিভাজন।

পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

চালানী বস্তাবন্দী আটা ও ময়দা। যেগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে। তার উপর বাজারে ভোজ্য তেল যা পাওয়া যাচ্ছে তার বিশুদ্ধতার মানও উচ্চ নয়। শহরের মিষ্টি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, তেলেভাজা বিক্রি হয় খোলা অবস্থায়, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-কানুন না মেনে। বাজারে তরিতরকারী, মাছ, মাংসের সরবরাহ ও বিক্রিও নিয়মানুযায়ী বিশুদ্ধ না। টাটকা মাছের সঙ্গে পচা বাসি মাছ, পুরসভার ছাপ না মারা মাংস বিক্রি হচ্ছে নির্বিবাদে। পুর স্বাস্থ্য দপ্তর এককালে মাঝে মধ্যে হানা দিয়ে ভেজাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। ভেজাল ধরে মামলাও করা হতো। সে ব্যবস্থা আর আছে কিনা বোঝা যায় না। পুর স্বাস্থ্য পরিদর্শক কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এমন নিদর্শন বর্তমানে নেই। মাছ মাংসের বাজারে হানা তো দূরঅস্ত। এই যেখানে অবস্থা সেখানে স্বাস্থ্য দপ্তরটি জনগণের অর্থ নষ্ট করে টিকিয়ে রেখে লাভ কি এ প্রশ্ন আজ সকলের মনে। পূর্বে ব্যবসাদাররা ভয় করতেন ভেজাল দ্রব্য বিক্রি করতে। আজ আর সে ভয় তাঁরা করেন না। পুর স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে তাঁদের একটা গোপন বোঝা-পড়া হয়ে গেছে বলে জনমনে ধারণা ক্রমশঃ স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধছে। পুরপতি, উপ পুরপতি ও জনপ্রতিনিধি কমিশনাররা ভোটের রাজনীতিতে কাউকেই চটাতে চান না বলেই মনে হয়। এঁরা সকলেই নিজ পদটি কায়েম রাখতে, আখের গোছাতে ব্যস্ত। কর্মচারীরা দলের প্রতি আনুগত্য দেখাতেই ব্যগ্র। তাঁরা বুঝে গেছেন যে দল ক্ষমতায় আছেন তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারলেই যথেষ্ট, কাজ করার প্রয়োজন নেই। এই মহৎ কাজ করতে গিয়ে যদি উলুখাগড়া জনগণের প্রাণ যায় তাতে কি আসে যায়! এভাবে যদি পুর শাসন চলে তবে আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়ায় বা অন্যান্য সংক্রামক রোগে শহর শ্মশান হতে বেশী সময় লাগবে না। তাই জনগণের দাবী পুর কর্তারা একটু গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ান।

বিড়ি শিল্পে অচলাবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। তাঁদেরকে এ কাজ করতে হলে শিক্ষিত কর্মচারী রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে ব্যয় বাড়বে, বাড়বে হয়রানিও। তাই এ ব্যাপারে তাঁরা মনঃস্থির করতে না পেরে কারখানা থেকে মাল নিচ্ছেন না। ফলে মহকুমার সমস্ত বিড়ি কারখানা বন্ধ হয়ে এই শিল্পে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। মার খাচ্ছেন সাধারণ বিড়ি শ্রমিকরাও। কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁরা সপরিবারে অনশনের মুখে। রঘুনাথগঞ্জের সেনট্রাল একসাইজ বিভাগের সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান—আমার করার কিছু নেই। বোলপুর সেনট্রাল একসাইজ কালেক্টরেট থেকে যে নির্দেশ এসেছে তার বাইরে আমি কোন কিছু করতে পারব না। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে মুন্সীদের কাছ থেকে প্রথম মাসিক রিপোর্ট পাবার কথা। তা না পেলে বিড়ি কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে তাঁরা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অরঙ্গাবাদে গত ৩ জানুয়ারী বিড়ি মুন্সী ইউনিয়ন অরঙ্গাবাদ সেনট্রাল একসাইজ অফিস ঘেরাও করেন বলে জানা যায়।

ফুটবল প্রতিযোগিতা (১ম পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক মদনলাল মীনা। প্রতিযোগিতাটি শহরের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়। ৩১ ডিসেম্বর ফাইনাল খেলার মাধ্যমে প্রতিযোগিতাটি শেষ হয়। চূড়ান্ত খেলায় কাঁচড়াপাড়া নেতাজী সংঘ টাই ব্রেকারে খড়দহ সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবকে ৪—৩ গোলে পরাজিত করে। চূড়ান্ত খেলায় খড়দহের শ্যামল বড়ুয়া ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হ'ন। দু'দলকে পুরস্কার বিতরণ করেন মহকুমা শাসক এস, পি, ঘোষ ও পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। ম্যান অফ দি ম্যাচের পুরস্কার দেন অগ্নিফৌজ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা পার্থ নাথ। শুভ নববর্ষের দিন ঐ মাঠেই উদ্যোক্তারা মঈদুল একাদশ ও চন্দননগর জেলা একাদশের মধ্যে এক প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করেন, যাতে কলিকাতার প্রথম বিভাগের বেশ কিছু খেলোড়ারও অংশগ্রহণ করেন।

ভ্রম সংশোধন: জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'দয়াল মুখার্জীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলো' শীর্ষক সংবাদের পঞ্চম লাইনে 'উক্ত অভিযোগকারী' স্থলে 'উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি' পড়তে হবে।

—সম্পাদক জঙ্গিপুর সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।